যুগান্তর

তারিখ 15 JAN 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাকৃবির তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রী এ বছর মাস্টার্স কোর্সে ভর্তি হতে পারছে না

মোঃ জাহেদুল আলম রুবেল, বাকৃবি থেকে

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর কর্তৃপক্ষের চরম উদাসীনতার কারণে অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রীর উচ্চ শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ হতে যাচ্ছে। এই শিক্ষাবর্ষের জানুয়ারি-জুন সেমিস্টারের বাকৃবি'র বিভিন্ন বিভাগের এমএস (মাস্টার্স) কোর্সে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রায় তিন শতাধিক শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ হারাবে। অনেক বিভাগে যথেষ্ট পরিমাণে আসন খালি থাকার পরও শিক্ষকদের গাফিলতি ও উদাসীনতা মেধাবী কৃষিবিদদের উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত করছে। এর ফলে বঞ্চিত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিরাজ করছে ক্ষোভ ও হতাশা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি অনুষদের মধ্যে পাঁচটিতে মাস্টার্সে ভর্তির ব্যাপারে চাপ না থাকলেও সর্ববৃহৎ কৃষি অনুষদের বিভাগগুলোতে ভর্তির ব্যাপারে রীতিমতো ভর্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে। কৃষি অনুষদের এগারটি বিভাগে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও ৩টি অধিভুক্ত কলেজসহ প্রায় এক হাজার শিক্ষার্থী মাত্র আড়াইশ' আসনের বিপরীতে ভর্তি ফরম জমা দিয়েছে। এর মধ্যে অবশ্য অনেক শিক্ষার্থী পৃথক বিভাগে ২/৩টি করে ভর্তি ফরম জমা দেয়ার খবরও রয়েছে। মাস্টার্স কোর্সে ছাত্রছাত্রীরা এখন মহাব্যস্ত পরিচিত শিক্ষক কিংবা রাজনৈতিক পরিচয়ে পছন্দের বিভাগে ভর্তির ব্যাপার নিয়ে লবিংয়ে।

বাকৃবির কৃষি অনুষদ থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা মাস্টার্স কোর্সের আসন সংকট নিয়ে প্রশাসনকে তাগাদা দিলে সংশ্লিষ্ট উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কমিটি এবং বিভাগীয় প্রধানকে উপাচার্য আসন বৃদ্ধির ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়ার নির্দেশ দেন। পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধাসহ আসন বৃদ্ধির সুযোগ থাকলেও বিভিন্ন বিভাগ নানা যুক্তি দেখিয়ে আসন সংকট জিইয়ে রাখে। বর্তমানে মাস্টার্স কোর্সে বছরে ২৫ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। শিক্ষকমহল এই অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি ছাড়া আসন সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারটিতে তীব্র বিরোধিতা করে।

এ বছর বিভিন্ন বিভাগে জমা পড়া ভর্তি ফরমের হিসাব থেকে জানা গেছে, এগ্রোনমীর ৫০টি আসনের বিপরীতে ১৮৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তি ফরম জমা দিয়েছে। ফসল উদ্ভিদ বিভাগে ৩০টি আসনের বিপরীতে ১৬০ জন, এগ্রোফরেস্ট্রিতে ১১টি আসনের বিপরীতে ৮০ জন এবং বায়োকেমেস্ট্রিতে ৮টি আসনের বিপরীতে ৫০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি ফরম জমা দিয়েছে। এ ব্যাপারে এমএস কোর্সসংশ্লিষ্ট উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কমিটির সমন্বয়ক প্রফেসর আহম্মদ আলী এই প্রতিনিধিকে বলেন, 'আমি আসন সংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষে, কিন্তু অনুষদীয় বিভাগগুলোর আন্তরিকতা ছাড়া তা কোনভাবেই সম্ভব নয়।'